

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হারিয়ে যাবে না

🖺 সিমিন হোসেন রিমি

৩ নভেম্বরের ঘটনা '৭১ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। '৭১-এ ষড়যন্ত্র ফলপ্রস্ হয়নি, '৭৫-এ হয়েছে। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মাভ ক্ষান্ত হয়নি খুনিচত্র , স্বাধীনতার চে তনা, মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিতে, দেশকে চিরতরে নেতৃষ্বশূন্য করে দিতে '৭১-এ নেতৃষ্বদানকারী চার মহা রাতের আঁধারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর রাষ্ট্রীয় হেফাজতে, সর্বোচ্চ নিরাপত্তার মধ্যে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নির্মম, নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে হত্যা বর্ষ পরিত্র মায় ফিরে আসা রক্তে ভেজা করুণ শোকের দিন এই ৩ নভেম্বর জেল হত্যার দিনটি। এই জেল হত্যাকাণ্ড, আমাদের জাতীয় ইতিহাস্তে বর্বর অধ্যায়, এক গভীর ক্ষত, মর্মম্পর্শী বেদনা, যা কোনো দিনও পূরণ হওয়ার নয়। কিন্তু তার পরেও জগৎ কোনো দিন থেমে থাকে না। বাংলাদেশ ত্ব পরিণত যুবক। কিন্তু আমাদের সেই তিলে তিলে গড়ে ওঠা চেতনা যা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে মুক্তিযুদ্ধেন সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন কোথায়: এই প্রশ্ন তুলে আনতে হবে। কারণ প্রশ্ন করতে না পারলে, কারণ খুঁজে না বের করলে, আমরা সমস্যার সমাধান কোনো দিনই করতে পারব না। এ দেশের মানুষের আশা ছিল তাদের প্রত্যেকের মাথার ওপর ছাদ থাকবে, স্বার ঘরে তিন বেলার খাবার থাকবে, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখড়ে উপার্জনের সুন্দর পথ থাকবে, চিকিৎসা পাবে, অন্যায় হলে বিচার পাবে, শান্তিতে বসবাস করতে পারবে অর্থাৎ মানুষের জীবনের ন্যূনতম যে মৌর্নি সফল বাস্তবায়ন হবে। কিন্তু আজো এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষ সংগ্রাম করেই যাছে। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিনের চাহিদার এ সংগ্রামের সঙ্গে হ বর্তমানের প্রচলিত রাজনীতির যে ধারা তার কোনো মিল নেই। অথচ রাজনীতি কার জন্য? রাজনীতি যদি জনগণের জন্য হয়, এ দেশের মানুষের জন্য হ জনগণের সুন্দর ভবিষ্যৎ নেই কেন? কেন চারদিকে এত অনিশ্চয়তা, সন্ত্রাসের বাড়াবাড়ি, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, অন্যায় অবিচার, কেন গুটিকতক মানুরে কোটি আর সাধারণ মানুষের চাহিদার অন্ন জোগাড় হয় না, কেন গণতন্ত্র রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে বন্দি, কেন যে যখন ক্ষমতায় যায় তার নি গণতন্ত্রকে সাজিয়ে নেয়?

এই অগণিত কেনর উত্তর মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতিকে খুঁজে বের করতেই হবে। নতুন শতাব্দী আমাদের দোরগোড়ায়। নতুন শতাব্দীকে আমরা কোন কোন কর্মসূচির ভিতিত্তে স্বাগত জানাব তার ওপরেই নির্ভর করবে আমাদের আগামী দিনের সম্ভাবনাকে মোকাবেলা করার চ্যালেঞ্জ। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই সুস্থ রাজনীতির কথা− যে রাজনীতি জনগণ চায়, কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে জানাচ্ছি রাজনীতিকরা বারবার তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জনগণের কল্যাণে কার্যকর করার জন্য অহেতুক বড় বড় আশার বাণী না শুনিয়ে, একে অপরকে ছোট করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা । মধ্যে বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে সামনের দিকে তাকানো দরকার।

মানুষের ভেতর যে প্রতিভা আছে, যে প্রাচুর্য আর অফুরস্ত ক্ষমতা আছে, তাকে সুস্থভাবে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব সমাজের যারা নেতৃত্বে আছেন তাদের। জনগণ, গণতন্ত্র, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সমাজের সব দিকের মাঝে ভারসাম্য হিসেবে কাজ করার মূল শক্তি হলো দেশপ্রেম। দেশপ্রেমের এই শিং উপায়েই হোক আমাদের সবার মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। আজ বিশ্ব রাজনীতির মূল কথাই হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ই অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। আবার সচেতন জনগণ ছাড়া এর কোনোটাই সার্থক হওয়ার নয়। আমরা ছোট-বড় যে যে পেশ অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে নিষ্ঠা এবং ধ্বের্যের সঙ্গে কাজ করি তাতে আমাদের নিজের যে উন্নতি সেটাই হবে দেশের আসল উন্নতি। বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় চার কাজকে এগিয়ে নিতে এবং তাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে আমরা যেন হিংসা, ঘৃণা, মিথ্যাকে ত্যাগ করার মতো শক্তি অর্জন করি, সত্য বলতে দি রাজনীতি, নির্মল পরিবেশ, সং আর সুন্দর জীবন– এই হোক আমাদের কামনা। আমরা যেন মানুষের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করার মতো যোগ শেষ করার আগে অত্যন্ত প্রাসন্ধিক বিবেচনায় তাজউদ্দিন আহমেদের ভাষণ থেকে অংশবিশেষ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তার কথা তাজউদ্দিন আহমেদ বলছেন এভাবে, 'গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে সহনশীলতা। এর অভাবে শুধু রাজনৈতিক দলগুলে না, রাষ্ট্রের নিজ স্বার্থও বিঘ্নিত হয়। রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ির পথ পরিহার করে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী এই দুই পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো অনুশীলন শিক্ষার প্রয়োজন।' রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থকে উর্ধের্ব রেখে পারস্পরিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি তিনি বি (৯.১২.৭২)

তাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'প্রতিটি নাগরিকের তথা বিরোধী দলগুলোর বোঝা উচিত যে, দায়িত্বহীন সমালোচনা দেশের ক্ষতি সাধন করে। একটি নাগরিক হিসেবে আমাদেরকেই ভালো কাজের জন্য সুফল ভোগ অথবা খারাপ কাজের জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হবে।' (২৯.১২.৭২)

তাজউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'আজ আমাদের আত্মসমালোচনারও দিবস। যে জাতি আত্মসমালোচনা করে না সে জাতি কখনোই অগ্রগতির পথে স ি যেতে পারে না। নিজের ঘর থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সরকারের মিথ্যা সাফাই গাওয়া নয়− বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আমাদে ধরিয়ে দিয়ে দেশ গড়ার কাজে গঠনমূলক দায়িত্ব পালন করতে হবে। দেশের কোটি কোটি ভুখা-নাঙ্গা মানুষের পেটে ক্ষুধা রেখে গুটিকতক সুবিধাব এই স্বাধীনতা আসেনি। এ দেশের জনগণের জন্য ভাত, কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য শোষণহীন সমাজ গঠনের উদে পরিশ্রম করতে হবে। অন্যথায় জনগণের মনে বিক্ষোভের ঝড় সৃষ্টি হবে।' (১৭.১২.৭৩)

হ লেখক : তাজউদ্দিন আহমদের কন্যা

Print

Editor: Abed Khan

Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208, Phone: 8802-9889821,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,

E-mail: info@shamokalbd.com

If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com

Powered By: NavanaSoft